Diamond Comics
DB - 530
Rs. 15.00
U.S. $ 0.45
প্রাণ
চাচা চৌধুরী
আর গুরু বামা
BANGLAPDF.NET

গুরু বামা
স্যার! শহরের ঠিকাদারের কিছু কড়িকাঠ চাই। তুমি এই জঙ্গল থেকে কিছু গাছ কেটে দাও।

চাচাজী! আপনি যে গাছগুলো কাটা হবে তাতে দাগ দিয়ে দিন, ততক্ষণে আমি জলখাবার সেরে আসছি।
দশ-পনেরোটা গাছ কাটা সাবুর জন্যে কোনও শক্ত ব্যাপার নয়।

এই গাছটা সম্পূর্ণ বেড়ে গেছে, এটাকে কাটাই ঠিক হবে।

অন্য গাছগুলিতে দাগ দেওয়ার জন্যে আমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

ঝমক সিং! সমস্ত জঙ্গল খুঁজলাম কিন্তু কোনও বাঘ সিংহের দেখা পেলাম না।
ওরা বোধহয় টের পেয়ে গেছে যে গোবর সিং শিকারে বেরিয়েছে, তাই সবাই লুকিয়ে পড়েছে।

আহ! একটা শেয়াল দেখতে পেয়েছি কিন্তু এর শিকার, বাঘ শিকারের চেয়েও রোমাঞ্চকর হবে।

শেয়াল?
হ্যাঁ দেখো।

চাচা চৌধুরী! সত্যি এই শেয়ালটার ছালটা আমাদের ড্রইংরুমের শোভা বৃদ্ধি করবে।

ওপরে, উঠে পড়।
কিন্তু! গোবর তুমি গাছে চড়ছো কেন আমার মাথায় ঢুকছে না

কেননা, মাটিতে চাচা চৌধুরী হামেশা ফাঁকি দিয়ে পালায়। গাছের ওপর থেকে সহজেই লুকিয়ে থেকে ওঁনার ওপরে বন্দুক চালানো যাবে। বুঝলি কিছু?
আহহম!
জলখাবার তো খাওয়া হলো। এবার কাজে যাওয়া যাক। চাচাজী হয়তো গাছে দাগ দিয়ে রেখেছেন।

প্রথম নিশান এই গাছটায় লাগানো আছে।

আর একটু পরেই তুমি
ওকে মাটিতে মরে পড়ে
থাকতে দেখবে।

খ্যাঁচাং!!
আইও!
এ কি?
ধপাং!

ওফ, ঘাড়টা
ভেঙ্গে গেল!
ওফ! উল্টো
আমরাই শিকার
হয়ে গেলাম!

গোবর সিং! মনে হচ্ছে কোথাও থেকে হাজাম
করিয়ে আসছো
হ্যাঁ, গুরু বাম্মা! আমরা চাচা
চৌধুরীকে মারতে গিয়েছিলাম,
কিন্তু নিজেদের হাড় গোড়ই
ভেঙ্গে ফিরছি।
শত্রুকে পরাস্ত করবার
জন্যে এই পিস্তলটা নিয়ে
যাও।

গুরু বাম্মা! আমরা ওই ইঁদুরটাকে
মারার জন্যে বন্দুক, তোপ সবই
ব্যবহার করেছি কিন্তু প্রত্যেক-
বারই অসফল হয়েছি।

এটা যা তা পিস্তল
নয়। এর থেকে গুলির
বদলে বিষাক্ত গ্যাস
বেরয়।
ফালো! এদের
পিস্তলটা ব্যবহার
করে দেখাও।

আপনারা এই জানলা দিয়ে লক্ষ্য করে দেখুন কি হয়।

হ্যাই! ধুমসো! আমাকে সেলাম কর।

হাঃ হাঃ! তুমি কি কখনও হাতিকে দেখেছো ইঁদুরকে সেলাম করতে?

ব্যাটা ধুমসো! তোর সাহস তো কম নয়? তোকে এর সাজা পেতে হবে।

দেখো গ্যাস ওর নাকে ঢুকতেই মাটিতে পড়ে গেল, পালোয়ানজী চিৎপটাং।

লোকটা মরে গেল না কি?
না, এই গ্যাস ওকে আধঘন্টা অবধি বেহুঁস করে রাখবে।
তোমরা ইচ্ছা করলে অজ্ঞান লোকটার গলা কুড়ুল দিয়ে কাটতে পার।

এই জিনিসটা চমৎকার! এটা দিয়ে প্রথমে আমরা চাচা চৌধুরী আর সাবুকে অজ্ঞান কোরবো, তারপর ওদের দুজনের গলা কাটবো।

চাচাজী! আপনি যেসব গাছে দাগ দিয়েছিলেন সেসব গাছ কাটা হয়ে গেছে।
ঠিক আছে এখন এই খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ যোগাভ্যাস করা যাক।

সাবু এখন আমি যতক্ষণ না তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি তুমি এক লম্বা নিশ্বাস নাও আর সেটা ধরে রাখো, ছাড়বে না।
কতক্ষণ রাখতে হবে।
এক ঘন্টা।
এতক্ষণ?
প্রাচীন কালে মুনি ঋষিরা সমস্ত দিন ধরে নিঃশ্বাস চেপে রাখতে পারতেন আর দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতেন।

ধীরে ধীরে নিশ্বাস ভেতরে টানো।
টেনেছি।
ধরে রাখো।

হো! হো! ব্যস, এই তোমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস!

অজ্ঞান হলেই আমি ওদের গলা কেটে ফেলবো।

ফাগো! এতক্ষণে গোবর সিংহের শত্রুরা হয়তো ধরাশায়ী হয়ে গেছে চলো গিয়ে দেখে আসি।

এ্যা! গোবর সিংহের আর তার সাথী দুজনেই বেহুঁস।
আমাদেরই ভুল হয়েছে। আমাদের উচিৎ ছিল ওদের গ্যাস মাস্ক দেওয়া। বিষাক্ত গ্যাসে ওরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে

কিন্তু ওরা দু'জন অজ্ঞান হয়নি কেন?
আমি গ্যাস পিস্তল দিয়ে তোমাদের অজ্ঞান করে দিচ্ছি।
কেননা এক ঘন্টা যাবৎ আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে ছিলাম।
আবু! নিশ্বাস ছাড়ো!

ফু-স-স

!!
??

চল, ঠিকাদারকে কাঠ দিয়ে তার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসি।

হাজ্জাম

গনেশ সাবান
দাড়িটা বড্ড বেড়ে গেছে, শেভ করিয়ে নেওয়া যাক।
ABDUL HAIR DRESSER

দাড়ি কামানোর কি চার্জ নাও?
এক টাকা। ভেতরে আসুন।

অন্য নাপিত তো পচাত্তর পয়সা নেয়।
বাবু! আমি ভেড়ার লোম চাঁচাই করি না, লোকেদের দাড়ি কামাই।

লোকেরা প্যারীস থেকে এখানে শেভ করাতে আসে।
কেন? প্যারীসে কি নাপিত নেই?

সে কথা নয়, যারা আব্দুলের কাছ থেকে শেভ করায় তাঁদের চেহারা বাচ্চাদের মতন নরম থাকে।

এই নাও আব্দুল মিঁয়া এক টাকা, এবার বলো আমার গালে দাড়ি ক'দিনে গজাবে?
এক সপ্তাহের আগে যদি দাড়ি গজায় তাহলে আব্দুল ফ্রী'তে দাড়ি কামাতে রাজী আছে।

গনেশ সাবান
KLTD.
বাবু! যদি আমার শেভিং আপনার পছন্দ হয় তাহলে অন্যদেরও আসতে বলবেন।
ABDUL HAIR DRESSER
নিশ্চয়ই!

যতক্ষণ না অন্য খদ্দের আসছে ক্ষুরটা একটু ধার করে নিই।

দুই মিনিট পরে..
আচ্ছা শেভ বানালে তুমি আমার? বাইরে যেতেই দাড়ি গজিয়ে গেল।

দু'মিনিটের মধ্যে দাড়ি বেড়ে যায়, এরকম তো আগে কখনও শুনিনি?
ঠিক আছে, তুমি যদি রাজী না থাকো তাহলে আমি যাচ্ছি গিয়ে লোকেদের বলছি, তোমার কাজের বাহার।

না হুজুর! এরকম করবেন না! দয়া করুন! আমি আপনার দাড়ি আবার কামিয়ে দিচ্ছি।
তুমি সত্যিই খুব ভাল দাড়ি কামাও আব্দুল!
কিন্তু আমি এখনও ভাবছি যে ওঁ'র তাড়াতাড়ি দাড়ি গজালো কি'করে?
রহস্য জানতে চাও?

ROOK LTD.
আগে আমার যমজ ভাই দাড়ি কামিয়ে গিয়েছিল।

বুট পালিশ!
হুজুর! এতো সুন্দর পালিশ করে দেবো যে আপনার মুখ দেখবার জন্যে আয়না লাগবেনা

কতদিন থাকবে পালিশ?
জুতো ছিঁড়ে যাবে কিন্তু পালিশ নষ্ট হবেনা।

ভাই! যাও পালিশ করিয়ে নাও।

এমনই জুতো পালিশ করো যে দু'মিনিটেই চমক নষ্ট হয়ে যায়?
এ সম্ভব নয়।

জুতোটার চমক যে নষ্ট হয়ে গেছে তা দেখতে পাচ্ছ না? হয় পয়সা ফেরৎ দাও নয়তো আবার পালিশ করো।
করছি হুজুর!

শাবাশ! এবারে তুমি আসল পালিশ লাগিয়েছো।

যমজ ভাই হওয়াতে ক'ত লাভ হয়েছে। অর্ধেক দামে ডবল ফায়দা হয়।
এখন আমি চটপট কিছু পয়সা কামাবার চেষ্টা করে দেখি।

উল্কি কারী
শরীরে স্থায়ী চিত্র, ফুল তৈরী করা হয়।
রহিম ভাই কাজ কেমন চলছে?
একদম মন্দা!

একটা সময় ছিল, যখন লোকেরা স্বেচ্ছায় নিজেদের শরীরে নানান রকমের উল্কি করাতো কিন্তু ওর চলন এখন কমে গেছে।

কলাটা খেয়ে নিই।
উল্কিকারী
শরীরে স্থায়ী চিত্র, ফুল তৈরী করা হয়।
রহিম ভাই মনে হয় খদ্দের আসছে।

আমার হাতে সুন্দর ফুল বানিয়ে দাও।

ভারী সুন্দর ফুল বানিয়েছো। কিন্তু এটা কতদিন টিকবে রহিম মিয়া?
সারা জীবন থাকবে।

যদি এটা দু'মিনিটের মধ্যে মিটে যায়।
আমি একহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবো। চাচাজী সাক্ষী থাকলেন।

আচ্ছা তাহলে আসি।

উল্কিকারী
শরীরে স্থায়ী চিত্র, ফুল তৈরী করা হয়।
আউচ!

পা'টা মচকে গেল।
কলার খোঁসাটা রাস্তায় কমিই ফেলেছিলে। আমি পায়ে রুমাল বেঁধে দিলাম একটু পরে ব্যাথা কমে যাবে।

ভাই! এবার তুমি গিয়ে ওই লোকটার কাছ থেকে এক হাজার টাকা উশুল করে নিয়ে এস।

দাঁড়াও! ওই বুড়োটা সন্দেহ না করে। তুমি পায়ে রুমালটা বেঁধে নাও।

তুমি আমার হাতে যে ফুলটা এঁকে ছিলে, সেটা দু'মিনিটের মধ্যেই মুছে গেছে। এখন দাও হাজার টাকা জরিমানা।
অসম্ভব! ফুলের উল্কিটা স্থায়ী ছিল।

উল্কি কারী
হাজার টাকা আমি দেবো!
সত্যি?

কিন্তু তার আগে এটা বলো যে তোমার বাঁ-পায়ে যে রুমালটা বাঁধলাম সেটা ডান পায়ে এল কি ভাবে চাচু?

বুড়ো! আমি তোর নাক ফাটিয়ে দেব!

আউচ!

তুমি পিছলে উল্কি মেশিনের ওপর পড়েছিলে, ফলে তোমার কপালে স্থায়ী ফোটা তৈরী হয়ে গেছে। এখন থেকে তোমাদের যমজ ভাইকে সহজেই চেনা যাবে।

পেট্রোলের সঞ্চয়

খুবচাঁদ!
আরে গোবরা!
তোমার গাড়ি কোথায় গেল?

আমি গাড়ি বেচে সাইকেল কিনেছি, কেননা পেট্রোল এখন অসম্ভব দামী জিনিস, যা কিনতে গিয়ে জামা কাপড় বিক্রী হয়ে যায়।

কিন্তু গোবরা! তুমি গাড়ির খরচ কি ভাবে সামলাচ্ছ?
আমার গাড়ি বিনা পেট্রোলেই চলে।
তা কি ভাবে?

আমার গাড়ি এই হুকের সাহায্যে চলে।

আমি চৌ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্য গাড়ি গুলোকে দেখতে থাকি।

আমার যেদিকে যাবার থাকে সেদিকের কোনও গাড়ির অপেক্ষা করি। এরজন্যে আমাকে সাহায্য করে ট্রাফিকের দেওয়া রাস্তায় যে দিগদর্শক চিহ্নগুলি আছে সেগুলি।

যেই কোনও গাড়ি লাল বাতিতে দাঁড়ায় আমি দৌড়ে গিয়ে তাতে আমার হুকটা লাগিয়ে দিয়ে আসি।

এইভাবে! এরপর যখন সবুজ বাতি জ্বলবে তখন সামনের গাড়িটার টানে আমার গাড়ি নিজের থেকেই পেছনে চলতে থাকবে।

বাই! বাই!

আমার এই সততার কি লাভ। আমি সারা জীবন সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে মরে যাব। আর বেইমান লোকরা পরের পেট্রোলে ঘুরে বেড়াবে।

বা: ভ্যানের স্পীড ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

ইশ! মুরগী! ব্রেক লাগানো উচিৎ!

ব্রেক!

কড়াক!

আমার গাড়ি?

কি হয়েছে ভাই!
আমি পেট্রোল বাঁচাবার জন্যে ভ্যানের পেছনে নিজের গাড়ি বেঁধে দিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ ব্রেক মারার ফলে আমার গাড়িটা পাঁপড় হয়ে গেছে।

তুমি যদি বলো তো আমি তোমার গাড়িটা ভ্যানের ছাদে তুলে দিই তাতে তোমার পেট্রোলও বাঁচবে আর তুমি তোমার গন্তব্য স্থলে পৌঁছেও যাবে।
আইডিয়া তো মন্দ নয়।

ক্রেন একাজটা করে দেবে।

মুরগীটা বেঁচে গেছে। এবার রওয়ানা হওয়া উচিৎ।

ফ্রীতে ঘোরার এই কায়দাটা আরও ভাল এতে আমার গাড়ির টায়ারও ঘষবে না। চমৎকার!

নিচু পুল। ভাগ্যি ভালো আমি ভ্যানের ছাদে কোনও জিনিসপত্র রাখিনি।

ওফ! বাঁচাও!

থামো
কে জানে গাড়িটা ভ্যানের ওপরে কি ভাবে উঠলো? যাক, পৌঁছে গেছি। গাড়িটা নিচে নামাতে হবে।

সাবু! ওই ভাঙ্গা ক্যানেস্তারাটা নিচে নামাও!
GODOWN

নিচে নামো!

আমার গাড়িটা সারিয়ে দিতে হবে।
গাড়ির কথা জানিনা। তুমি যদি হাসপাতালে পৌঁছে যাও তোমার মেরামত হতে পারে।

পেট্রোলে সাশ্রয় করাটা বড় কস্টলী পড়লো।

চিঠি
আর লাঠি

আরে চিটি! জেল থেকে কবে ছাড়া পেলে?
আজই। চাচা চৌধুরী আমাকে শ্রীঘরে পাঠিয়ে ছিল।

একটা সুখবর আছে। যখন তুমি জেলে গিয়েছিলে তখন তোমার একটা ছেলে হয়েছে।

বড় হয়ে ও তোমার মতো দাগী চোর হবে।
তার কি প্রমান?

যার বাপ নামকরা ঠগ আর মা পকেট মার তাদের বাচ্চা দাগী চোর হবে না তো কি হবে?

আজকালকার বাচ্চারা মা বাপের মুখ উজ্জ্বল করে না, কাজেই অন্য কোনও প্রমান দাও

আরও একটা ঘটনা বলি তোমাকে যাতে করে তুমি বুঝতে পার যে তোমার ছেলে কত গুনবান।

ওর জন্মের পর হাত দুটো বন্ধ ছিল। ডাক্তার আর নার্স অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারেনি। এছাড়া অনেকেই চেষ্টা করেছে খুলতে কিন্তু পারেনি।

বাড়ি এসে ও যখন নিজের থেকে মুঠ খুললো তখন ওর একহাতে ছিল নার্সের কানের দুল আর অন্য হাতে ছিল ডাক্তারের হাতের আংটি।
আচ্ছা?

এখন আমি নিশ্চিন্ত যে এই ছেলে বড় হয়ে আমাদের নাম রাখবে।

আবার কোথায় চললে?
রোজগার করতে। এতদিন জেলে থাকার ফলে হাত একদম খালি।

গিন্নী! আমার পাগড়িটা কোথায়? আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি কিছু টাকা জমা করাতে হবে।
পাগড়িটা বড় নোংরা হয়েছিলো আমি সেটা বাইরে ধুতে দিয়েছি।
কিন্তু তুমি তো পাগড়ীটা বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছো।
যখন বৃষ্টি আসবে তখন নিজের থেকেই ধুয়ে যাবে।
এবছরে যদি খরা পড়ে তবে এবারও আমার পাগড়িটা ধোয়া হবে না।
বল্টু! তুই জেল থেকে এসে গেছিস?
হ্যাঁ ভাবু! ওতো কাজে যেতে হবে। তোমার কাছে সেই চিঠিটা আছে তো?
হ্যাঁ!
দ্যাখ! এক বাবু যাচ্ছে। ওর ব্যাগে নিশ্চয়ই মালকড়ি আছে। তুই ওকে চিঠিটা দিবা বাকী কাজ আমি সামলাচ্ছি।

দাদা! দয়া করে আমার মা'র এই চিঠিটা একটু পড়ে দেবেন? আমি মূর্খ মানুষ লেখাপড়া শিখিনি।
শোনো! লিখেছেন...

ঢিশুম!!
নাও! বাবুর ব্যাগটা খোলো দেখি যা মাল আছে দু'জনে ভাগ করে নেব।

ভাবু! দাঁড়াও!
কেন? ওই লোকটাকে লুটবার ইচ্ছা আছে না কি?
হ্যাঁ! আমার একটা হিসাব দেওয়ার আছে ওই লোকটাকে। ও আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল।

আজ চাচা চৌধুরী পাগড়ি পড়েননি ডান্ডার চোটটা ভালই লাগবে। তুমি ওকে চিঠিটা পড়তে দাও বাকি কাজে আমি দেখছি।
মহাশয়! আমার মা'র চিঠিটা পড়ে দেবেন! আমি মূর্খ অশিক্ষিত মানুষ।
শোনো! লিখছেন স্নেহের বাবা রাকু!
এটাই সুযোগ!
যাঃ! চিঠিটা হাত থেকে পড়ে গেল!

তুমি যাতে এইবার অসফল না হও তারজন্যে এই শক্তিশালী বোমাটা নিয়ে যাও। যদি কেউ চাচা চৌধুরীকে সাহায্য করতে আসে তাহলে সেও এর প্রচন্ড বিস্ফোরণে উড়ে যাবে। বেস্ট-অব-লাক!

ও এই রাস্তায় গেছে।

সাবু তুমি এখানে?
চাচাজী! এই এলাকায় জলের ভীষন অভাব। তাই আমি বাল্টী ভরে ভরে এখানকার লোকেদের নদী থেকে জল দিচ্ছি।

লম্বু! তোর ভাগ্য খারাপ যে তুই চাচা চৌধুরীর সাথে এখানে উপস্থিত হয়েছিস। এই বোমাটা তোদের দুজনের শরীর টুকরো টুকরো করে দেবে।

তোমাদের দুজনকে ঠান্ডা করার জন্যে এই জলই যথেষ্ট।

ওহো! এ কি হয়ে গেল!
ও আমাদের ধরতে আসছে!

যাও!

উফ! তুমি আমাদের অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়েছো।

ধুড়ুম!
সার্কাস

আমি তোমাকে কিছু জানোয়ার আনতে দিয়েছিলাম, কিন্তু এই জোকার এনেছো কেন?
সার্কাস

পুরস্কার
অপ্! পাকিস্তান থেকে যে চরসের চালান আসবার ছিল সেটা পৌঁছায়নি কেন?
বক সাহেব! চাচা চৌধুরী নামের একজন লোক বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে খবর দিয়ে দেয়, ফলে ওরা পাহারা বসে, আর সব মাল ধরা পড়ে!
যে আমাদের কাজে বাধা দেয় তাকে খতম করে ফ্যালো।
চাচা চৌধুরীকে তো রাস্তায় ঘুরতে দেখা যাচ্ছে, বস্!
অর্ডার পেলে আমি ওকে খতম করতে পারি।
বীম! গুলি চললে পুলিস টের পেয়ে যাবে। বুঝলে?
আমি ওকে এমন ভাবে মারবো, দেখে মনে হবে উনি আত্মহত্যা করেছেন।
ঠিক আছে। কাজ হয়ে গেলে বখশিশ পাবে।

চাচাজী! স্মাগলারদের ধরিয়ে দেওয়ার পর থেকে ওরা আপনার দুষমন হয়ে গেছে
সাবু! আমার কর্তব্য পালনে ওরা আমাকে বাধা দিতে পারবে না।
ওহো:! ঐ লোকটা বোধহয় আত্মহত্যা করতে চাইছে।
সাবু! আমি লোকটাকে বাঁচাতে ওপরে যাচ্ছি।
যোগ্য ভালো লিফটটা পেয়েছি!
আমি ছাতে পৌঁছে গেলাম!

থামো! জীবন অত্যন্ত মূল্যবান, সেটা তুমি খোয়াতে যাচ্ছ কেন?

বেঁচে গেছি!
চৌধুরী! এখন তোমাকে চারতলা থেকে ঝাঁপ দিতে হবে।
এসব কি? আমি তোমাকে বাঁচালাম সেটা ভুলে গেলে।
তোমাকে এই চারতলায় নিয়ে আসার জন্যে এটা আমার নাটক ছিল।
এবার লাফাও!
আমার তিন অবধি গোনার সঙ্গে-সঙ্গে নিচে লাফ দেবে তুমি--- এক--- দুই---
আর... তিন...
কাজ হাসিল হলো!

ধন্যবাদ সাবু!
আপনার প্রাণ বিপন্ন জেনে আমি আগের থেকেই এই বিল্ডিং-এর নিচে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম।
রকু সাহেব! আমি চৌধুরীকে খতম করে দিয়েছি। আমার বখশিশ দিন।

এই নাও!
ক্যাত
দেখো, চৌধুরী জলজ্যান্ত হেঁটে যাচ্ছে।

হাস্য ভবন

রঘুপত
দুচ্ছাই! মাঝরাস্তায় গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।
কেননা টেলিফোন করে ওয়ার্কশপ থেকে মেকানিককে ডাকিয়ে নিই?

এখানে কোত্থেকে টেলিফোন করি?

বোধহয় এই বাড়িটায় ফোন আছে।
হাস্য ভবন

ম্যাডাম! আমি কি আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?
ভেতরে আসুন!

বড় আজব নাম রেখেছেন বাড়িটার?

হাঃ হা!
এখন বুঝতে পারলে, আমার বাড়ির নাম হাস্য ভবন কেন রেখেছি।
ওফ!

মাথায় চোট পেয়ে ব্যাথা হচ্ছে নিশ্চয়ই। এই ওষুধটা খেয়ে নাও সব ব্যাথা বেদনা সেরে যাবে।

উফফফ!
মুখ জ্বলে গেল!
হো হো! এই শিশিতে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝাললঙ্কার সস ছিল।

আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। এখন টেলিভিশনে আমার প্রিয় সীরিয়াল আসবে।
তোমার বাড়ি পৌঁছাতে দেরী হবে, তুমি এখানেই দেখে নাও।
বাহ্! রঙ্গীন টি:ভি: আর কত বড় স্ক্রীন! চমৎকার!

চিশুম
হো: হো:

ম্যাডাম! আমি আপনার ফাঁদে আর পা দিচ্ছি না। আমি ফোন করে মেকানিক ডাকিয়ে গাড়ি সারিয়ে নিচ্ছি!

হি: হি:! আমার বাড়ির সব জিনিস আজব যা আমাকে সবসময় হাঁসায়।
ওহো!
ভু-স-স!!

অনেক হয়েছে। আর আমি আমার ধিনাই করতে দেব না।
হাস্য ভবন
রঘুপত! কিসের ঝামেলা হলো?
চাচাজী! আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে।
আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি তোমার?

নাও! গাড়ি তো তোমার ঠিক হয়ে গেছে, এখন বলো তোমার মুখটা কালো কেন?
হাস্য ভবনের ম্যাডাম আমার এই অবস্থা করেছে।
ঘরর!

রঘুপত! বায়! বায়! আমি একটু ম্যাডামের সাথে দেখা করে আসি।

সুস্বাগতম! চাচাজী, আসুন ওই পাপোষে জুতোটা মুছে ভেতরে আসুন।

ম্যাডাম! আমি নতুন জুতো পরে এসেছি কাজেই পাপোছবার কোনও দরকার নেই।
ভালো সীরিয়াল আসার সময় হয়েছে। আমি টি. ভি. অন করে দিচ্ছি।
এই সীরিয়ালটা আপনারও দেখা উচিৎ, নিন টি ভি টা আপনার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি।
টিশুম!
আপনি এবারে পা'পোষের ওপর গিয়ে পড়বেন।

ঠাঁশ!
ম্যাডাম! আপনার টেলিফোন

নিন শুনুন।

আপনার কাঁদা উচিৎ নয়। বাড়ীর নাম বদনাম হয়ে যাবে।
উঁ-হুঁ-হুঁ..!

আচ্ছা! এখন আমি চলি।
হাস্য কান্না ভবন